[2021] 4 এস. সি. আর. 430

প্রধান সাধারণ ব্যবস্থাপক (আইপিসি)

এমপি পাওয়ার ট্রেডিং কো লিমিটেড

বনাম

নর্মদা সরঞ্জাম পিভিটি লিমিটেড

(2021 সালের 1051 নং দেওয়ানি আপিল)

23 মার্চ, 2021

[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, এম. আর. শাহ এবং সঞ্জীব খান্না, জেজে।]

সালিশঃ সালিসকারী নিয়োগ-মধ্যপ্রদে বিদ্যুৎ বোর্ড 1999 সালে উত্তরদাতার সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) করে-2001 সালে পিপিএ বাতিল করা হয়-হাইকোর্ট উত্তরদাতার দায়ের করা রিট পিটিশন প্রত্যাখ্যান পিপিএ-তে থাকা সালিশ ধারা-- 2011 সালে, পিপিএ-তে থাকা সালিশ আহ্বান করে উত্তরদাতা পর্ষদকে নোটিশ জারি করেন - যেহেতু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি, তাই উত্তরদাতা এস-এর অধীনে আবেদন দায়ের করেন। 11 (6) সালিসকারী নিয়োগের জন্য এসি আইনের-উচ্চ আদালত এস-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আবেদনটি মঞ্জুর করে। 86 (1) (চ) বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর অধীনে, এটি ছিল রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন যা একচেটিয়াভাবে ন্যস্ত লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিরোধের বিচার করার এখতিয়ার এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি-আপিলে বলা হয়েছেঃ এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বিশেষ আইনটি সাধারণ আইনকে অগ্রাহ্য করে-- 2003 সালের আইনের ধারা 86 (1) (চ) একটি বিশেষ বিধান এবং তাই এটি সাধারণ বিধানকে অগ্রাহ্য করবে। এস। 11 লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের সালিশের জন্য এসি আইনের ফলে, এসি আইনের 11 নং ধারায় এই প্রশ্নের কোনও এফ আবেদন নেই যে কে লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের বিচার/সালিশ করতে পারে, এবং শুধুমাত্র এস। 86 (1) (চ) এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে-সালিশ ও সমঝোতা আইন, 1996 - ধারা 11 (6)-বিদ্যুৎ আইন, 2003 - ধারা 86 (1) (চ)। এখতিয়ারঃ এর সম্মতি দ্বারা এখতিয়ার ধরে নেওয়া যায় ন পক্ষগুলি-যদি এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত অভাব থাকে, তবে আবেদনটি যে কোনও পর্যায়ে এবং জামানত কার্যধারাতেও নেওয়া যেতে পারে আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেছেঃ 1. বর্তমান ক্ষেত্রে, পিপিএ-র 12.3 ধারার অধীনে সালিশ শুরু করার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছি

সরঞ্জাম পিভিটি লিমিটেড

30 মে 2011 তারিখে উত্তরদাতা। সালিসি চুক্তির আহ্বানের মাধ্যমে সালিসি 'এ' কার্যধারার সূচনা, অতএব, 30 মে 2011-এর সাথে সম্পর্কিত হবে, যখন 12.3 ধারার আহ্বানকারী নোটিশ জারি করা হয়েছিল। অতএব, 2003 সালের আইনের পূর্ববর্তী পিপিএ এবং সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি বস্তুগত পরিস্থিতি গঠন করবে না। 1996 সালের আইনের 21 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি না পক্ষগুলি অন্যথায় সম্মত হলে, কোনও নির্দিষ্ট বিরোধের বিষয়ে সালিশ কার্যক্রম সেই তারিখে শুরু হবে যেদিন সেই বিরোধটি সালিশের কাছে পাঠানোর অনুরোধ উত্তরদাতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। অতএব, কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে 30শে মে 2011 মূল তারিখ হবে, কারণ এই তারিখেই সি-এর পক্ষ থেকে আপিলকারীকে 12.3 ধারা আহ্বানকারী নোটিশ জারি করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ 9] [434-জি-এইচ; 435-এ-সি] 2. হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম। আজমের বিদ্যুৎ বিতরণ নিগ লিমিটেড এবং এন. এইচ. এ. আই বনাম সৈয়দাবাদ টি কোম্পানি লিমিটেডের মতে, 2003 সালের আইনের 86 (1) (এফ) ধারাটি একটি বিশেষ বিধান যা ডি-এর ধারা 11-এ অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য ক 1996 আইন করুন। ধারা 86 (1) (চ) লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের বিচার করার জন্য এবং যে কোনও বিরোধকে সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশনের একটি বিধিবদ্ধ এখতিয়ার প্রদান করে। "এবং" "উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে" এবং "সালিশের জন্য কোনও বিরোধ উল্লেখ করা" কে "বা" হিসাবে পড়তে হবে, যেহেতু রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন স্পষ্টতই বিরোধটি নিজেই সমাধান করতে পারে না এবং এটি সালিশের কাছেও পাঠাতে পারে না। 2003 সালের আইনের 174 ধারা 2003 সালের আইনকে অগ্রাহ্য করে বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা 2003 সালের আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের ভিত্তিতে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও। [অনুচ্ছেদ 10,11 এবং এফ 12] [436-ডি-এফ; 437-এ-বি]

3. এটি হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজমের বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড বলেছে যে যদি এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত অভাব থাকে তবে আবেদনটি যে কোনও পর্যায়ে এবং জামানত হিসাবেও নেওয়া যেতে পারে। কার্যধারা. কোনও বিষয় ছাড়াই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি ডিক্রি এখতিয়ার একটি বাতিলতা, এবং যখনই এবং যেখানেই এটি প্রয়োগ বা নির্ভর করার চেষ্টা করা হয় তার অযোগ্যতা স্থাপন করা যেতে পারে। এই ধরনের এখতিয়ারের ত্রুটি এমনকি সম্মতির মাধ্যমেও নিরাময় করা যায় না।

দলগুলোর মধ্যে এ। এই উক্তি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। হাইকোর্টের অধীনে একজন সালিসকারী নিয়োগের আদেশ 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারাটি টেকসই নয়। [অনুচ্ছেদ 14 এবং 15] [438-বি-ডি]

হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম। আজমের বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড (2019) 17 এস. সি. সি 82: [2019] 15 এস. সি. আর 113; এন. এইচ. এ. আই ভি। সায়েদাবাদ টি কোম্পানি লিমিটেড (2020) 15 এস. সি. সি 161 [2019] 11 এস. সি. আর 725 অনুসরণ করেছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2019]15এসসিআর113 অনুচ্ছেদ 10

[2019] 11 এস. সি. আর 725 অনুসরণ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ 10-নগরিক আবেদনের বিচারঃ 2021 সালের 1051 নং দেওয়ানি আপিল।

2015 সালের এ. সি নং 1-এ জব্বলপুরের মধ্য প্রদেশ হাইকোর্ট ডি-এর 30.11.2016 তারিখের রায় ও আদেশ থে বরুণ কে চোপড়া, গুরতেজপাল সিং, মেসার্স। ভিকেসি আইন অফিস, আইনজীবীরা। আবেদনকারীদের জন্য। সঞ্জয় কে আগরওয়াল, সার্থক নেমা, শ্রীমতি অঙ্কিতা খারে, জে কে পিল্লাই, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, জে. 1। ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই আপিল একটি বিদ্বানের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয় মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের একক বিচারক তারিখ 30 নভেম্বর 2016 যেখানে এটি মধ্যস্থতা ও সমঝোতা আইন 1996-এর ধারা 11 (6)-এর অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদন 1-এ পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধে একজন সালিসকারী নিয়োগ করেছিলেন।

3. এই বিষয়টির উৎপত্তি সেই সময় থেকে যখন মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ বোর্ড 3,1999 সালের 20শে মে উত্তরদাতার সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করে। পিপিএ-র অধীনে, উত্তরদাতা

2015 সালের 1 নং এসি নং 1-

2 " 1996 "

3 " বোর্ড

4 "পিপিএ"

সি. জি. এম. (আইপিসি) এমপি পাওয়ার ট্রেডিং কো লিমিটেড বনাম। নর্মদা 433

সরঞ্জাম পিভিটি লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয় চন্দ্রচূড়, জে।]

রিভিউ পিটিশন 'যা হাইকোর্ট 10 ডিসেম্বর 2009 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করে দেয়।
4. 4ঠা নভেম্বর 2009 এবং 10ই ডিসেম্বর 2009 তারিখের আদেশের ফলস্বরূপ, 28শে ডিসেম্বর 2009 তারিখে, উত্তরদাতা পি. পি. এ-র 12.1 ধারার অধীনে বোর্ডকে একটি নোটিশ জারি করেন, যাতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সি বিরোধের সমাধান করা যায়। যেহেতু উত্তরদাতা বোর্ডের কাছ থেকে 28শে ডিসেম্বর 2009 তারিখের নোটিশের জবাব পাননি, তাই 30শে মে 2011 তারিখে উত্তরদাতা বোর্ডকে আরেকটি নোটিশ জারি করেন। পিপিএ-র 12.3 ধারার অধীনে সালিশ। নোটিশে, উত্তরদাতা বলেছিলেন যে বোর্ড যদি নোটিশ প্রাপ্তির 30 দিনের মধ্যে কাজ না করে, তবে এটি ডি 1996 আইনের 11 (6) ধারার অধীনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে।

5. বোর্ডের কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে, একটি আবেদন 3 ছ সালিসকারী নিয়োগের জন্য উত্তরদাতা 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্ট 2014 সালের 21শে জানুয়ারি তার আদেশে নথিভুক্ত করেছে যে, বিবাদী এবং আপিলকারী ই-কে তাদের সালিসকারী মনোনীত করতে সম্মত হয়েছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দুই সালিসকারী পিপিএ-র 12.3 (ক) ধারার পদ্ধতি অনুসারে তৃতীয় সালিসকারী নিয়োগ করতে এগিয়ে যাবেন। মনোনীত সালিসকারীরা তাঁদের প্রথম সিদ্ধান্ত ঠিক করেন।
5 " 2002 সালের ডব্লিউ. পি নং 2642 "
6 " 12.3 সালিশঃ (ক) যদি ত্রিশ (30) দিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করা না যায়, যেমন ধারা 12.1 দ্বারা পারস্পরিক আলোচনা এবং (এস. আই. সি) ধারা 12.2 অনুসারে দলগুলি দ্বারা সমঝোতার জন্য নির্বাচিত না হয়, যদি কোনও পক্ষ ধারা 12.2 অনুসারে অনুরোধ করে, তবে দ্বন্দ্বটি দুই সালিসকারী দ্বারা নিযুক্ত একজন আম্পায়ার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে, একজন বোর্ড দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং অন্যজন ভারতীয় সালিস ও সমঝোতা আইন 1996-এর কোম্পানি বিধান দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

সালিশ প্রক্রিয়াটি বোর্ডের সদর দপ্তর অর্থাৎ জব্বলপুর-এ অনুষ্ঠিত হবে। (খ) প্রদত্ত রায় সালিশের খরচ ভাগ করে দেবে।
(গ) এখানে যে কোনও সালিশের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক হবে এবং পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং 15.1 অনুচ্ছেদের অধীনে যে কোনও আদালতের এখতিয়ার থাকা আদালতে রায় দেওয়া যেতে পার 7 " 2009 সালের 716 নং রিভিউ পিটিশন "
8 " 2011 সালের 76 নং এসি "

2014 সালের 7ই মে একটি বৈঠকে উভয় পক্ষ উপস্থিত হয় এবং সালিসকারীদের ফি নির্ধারণ করা হয়। যাইহোক, সালিসকারীরা, 7 জুলাই 2014 তারিখের একটি চিঠিতে, এই ভিত্তিতে সালিশ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতার কথা তুলে ধরেছিল যে তাদের ফি প্রদান করা হয়নি।

6. এরপর, 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে সালিসকারী নিয়োগের জন্য 2014 সালের 8ই ডিসেম্বর 2015 সালের 1 নং এ. সি দায়ের করেন। আবেদনকারী এই আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে, বিদ্যুৎ আইন 20039-এর ধারা 86 (1) (চ)-এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশনের হাতে ন্যস্ত ছিল লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের বিচার করার একচেটিয়া এখতিয়ার। 2016 সালের 30শে নভেম্বর তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্টের একক বিচারক 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করেন। একক বিচারক বলেন যে 2003 সালের আইনের 86 (1) (এফ) ধারার অধীনে এবং 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে প্রতিকারগুলি একে অপরের থেকে স্বাধীন এবং হাইকোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। ডি ধারা 11 (6) এর অধীনে। আবেদনকারী এখন আপিলে এই আদালতে

7. আবেদনকারীর জমা দেওয়া, যা আগে অনুরোধ করা হয়েছে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বরুণ চোপড়ার এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে হাইকোর্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তা সেই আইনের পরিপন্থী যা গুজরাট উর্জা বিকাশ ই নিগম লিমিটেড বনাম এস্সার পাওয়ার লিমিটেড 10-এ এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

8. আবেদনগুলির বিরোধিতা করে, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় কে আগরওয়াল অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন যে গুজরাটের উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেডের (উপরে) সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কারণ পিপিএ 1999 সালের 20শে মে কার্যকর করা হয়েছিল এবং বোর্ড কর্তৃক 27শে সেপ্টেম্বর 2001-এ সমাপ্ত হয়েছিল; উভয়ই 2003 সালের 10ই জুন 2003 সালের আইন প্রয়োগের আগে এইঘটনাগুলি ঘটেছে। এটি আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী 2003 সালের আইনের 86 (1) (এফ) ধারা থেকে উদ্ভূত তার আপত্তি উত্থাপন করেননি যখন হাইকোর্ট তার আদেশে উভয় পক্ষের সম্মতিতে সালিসকারী নিয়োগ করেছিল। 2011 সালের এসি নং 76-এ এবং এর আগে 21 জানুয়ারী 2014 তারিখের আদেশ মধ্যস্থতাকারীরা এইভাবে নিযুক্ত, এবং তাই এটি এই পর্যায়ে উত্থাপিত করা যাবে না।

9. বর্তমান মামলায়, পিপিএ-র 12.3 ধারার অধীনে সালিশ শুরু করার জন্য নোটিশটি 30 মে 9 "2003 আইন"-এ উত্তরদাতা দ্বারা জারি করা হয়েছিল। 10(2008) 4 এস. সি. সি 755, এরপরে "গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

. সি. জি. এম. (আই. পি. সি) এমপি পাওয়ার ট্রেডিং কো লিমিটেড বনাম। নর্মদা 435 সরঞ্জাম পিভিটি লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয় চন্দ্রচূড়, জে।]

2011. সালিসি চুক্তির 'ক "আহ্বানের মাধ্যমে সালিসি কার্যক্রমের সূচনা, অতএব, 2011 সালের 30শে মে সম্পর্কিত হবে, যখন 12.3 ধারার আহ্বানকারী নোটিশ জারি করা হয়েছিল। অতএব, 2003 সালের আইনের পূর্ববর্তী পিপিএ এবং সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি বস্তুগত পরিস্থিতি গঠন করবে না। 1996 সালের আইনের 21 '1 ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পক্ষগুলি যদি অন্যথায় সম্মত না হয়, তবে কোনও নির্দিষ্ট বিরোধের বিষয়ে বি-তে সালিশ কার্যক্রম সেই তারিখে শুরু হবে যেদিন সেই বিরোধটি সালিশের কাছে পাঠানোর অনুরোধ উত্তরদাতার দ্বারা প্রাপ্ত হবে। অতএব, কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে 30শে মে 2011 মূল তারিখ হবে, কারণ এই তারিখেই আবেদনকারীকে 12.3 ধারা আহ্বানকারী নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

10. এই আবেদনে উত্থাপিত প্রথম বিষয়টি সি গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড (সুপ্রা) দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই ক্ষেত্রে, 1996 সালের 30শে মে উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং 2005 সালের 14ই নভেম্বর একটি পক্ষ বিরোধটিকে সালিশের কাছে পাঠানোর জন্য নোটিশ পাঠায়। অন্য পক্ষটি এই নোটিশের বিরোধিতা করে বলে যে 2003 সালের আইনের 86 (1) (চ) ধারা অনুসারে রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশনের একচেটিয়া ডি এথতিয়ার রয়েছে। এরপরে গুজরাট হাইকোর্ট 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে একটি আবেদনে একজন সালিসকারী নিয়োগ করে, যা এই আদালতে বিতর্কিত হয়েছিল। দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু রায়ের 26,27 এবং 28 অনুচ্ছেদে আইনের অবস্থান স্থির করেন, যা রেফারেন্সের সুবিধার জন্য নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

" 26. উল্লেখ করা যেতে পারে যে 2003 সালের আইনের 86 (1) (চ) ধারাটি লাইসেন্সধারীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ বিধান। এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি। এই ধরনের বিরোধের বিচার রাজ্য কমিশন বা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছে সালিশের জন্য পাঠানো হয় তারা করতে পারে। আমাদের মতে ধারা 86 (1) (চ)-এ "উৎপাদনকারী সংস্থা" এবং "সালিশের জন্য কোনও বিরোধ উল্লেখ করা" শব্দের মধ্যে "এবং" শব্দের অর্থ "বা"। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কখনও কখনও "এবং" অর্থ হতে পারে "বা" এবং কখনও কখনও "বা" অর্থ হতে পারে "এবং" (জি. পি. সিংহের সংবিধিবদ্ধ নীতির মাধ্যমে) ব্যাখ্যা, 9ম সংস্করণ। , 2004 , পি। 404) .

27. বিদ্যুৎ আইন, 2003-এর 86 (1) (চ) ধারায় আমাদের মতামত

11 " 21 . সালিশ প্রক্রিয়ার সূচনা। – পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে, কোনও নির্দিষ্ট বিরোধের বিষয়ে সালিশ কার্যক্রম সেই তারিখে শুরু হয় যেদিন সেই বিরোধটি সালিশের কাছে পাঠানোর অনুরোধ উত্তরদাতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

"উৎপাদনকারী কোম্পানি" শব্দের মধ্যে "এবং" শব্দটি "যে কোনও বিরোধকে উল্লেখ করুন" শব্দের অর্থ "বা", অন্যথায় এটি একটি অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করবে কারণ স্পষ্টতই রাজ্য কমিশন কোনও বিরোধের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে না এবং এটি কারও কাছেও উল্লেখ করতে পারে না সালিসকারী। তাই 86 (1) (চ) ধারায় "এবং" শব্দের অর্থ "বা"। বি 28। ধারা 86 (1) (চ) একটি বিশেষ বিধান এবং তাই সালিশের ধারা 11-এর সাধারণ বিধানকে অগ্রাহ্য করবে এবং লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সমঝোতা আইন, 1996। এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বিশেষ আইনটি সাধারণ আইনকে অগ্রাহ্য করে। অতএব, আমাদের মতে, আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, 1996-এর 11 ধারার কোনও প্রয়োগ নেই প্রশ্নটি কে বিবাদের বিচার/সালিশ করতে পারে লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি এবং শুধুমাত্র ধারা 86 (1) (চ) এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে। এই অবস্থানটি পরবর্তীকালে হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড বনাম আজমের বিদ্যুৎ মামলায় এই আদালতের দুটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। িট্রান নিগম লিমিটেড 12 এবং এন. এইচ. এ. আই বনাম সায়েদাবাদ টি কোম্পানি লিমিটেড।

11. উপরের রায় থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই আদালত রায় দিয়েছে 2003 সালের আইনের 86 (1) (চ) ধারাটি একটি বিশেষ বিধান যা 1996 সালের আইনের 11 ধারায় অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য করে। বিভাগ86 (1) (এফ) লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের বিচার করতে এবং যে কোনও বিরোধকে সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশনের কাছে একটি বিধিবদ্ধ এখতিয়ার ন্যস্ত করে। "এবং" "উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে" এবং "" সালিশের জন্য যে কোনও বিরোধ উল্লেখ করা "কে" বা "হিসাবে পড়তে হবে, যেহেতু রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন স্পষ্টতই বিরোধটি সমাধান করতে পারে না এবং এটি সালিশের জন্যও পাঠাতে পারে না।" ধারা 86 (1) (চ) নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

" 86.রাজ্য কমিশনের কার্যাবলী। - (1) রাজ্যের কমিশন নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করবে, যথাঃ - ***

(চ) লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধের বিচার করা এবং যে কোনও বিরোধ সালিশের জন্য প্রেরণ করা;

12 (2019) 17 এস. সি. সি 82; এরপরে, "হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড" এইচ 13 (2020) 15 এস. সি. সি 161 সি. জি. এম. (আই. পি. সি)

সরঞ্জাম পিভিটি লিমিটেড [ড. ধনঞ্জয় চন্দ্রচূড়, জে।]

12. 2003 সালের আইনের 174 ধারা 2003 সালের আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের ভিত্তিতে বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও 2003 সালের আইনে অগ্রগামী প্রভাব প্রদান করে। ধারা 174 এইভাবে প্রদান করেঃ

" 174. ওভাররাইডিং প্রভাব রাখার জন্য কাজ করুন। অন্যথায় সংরক্ষণ করুন 173 ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের বিধানগুলি আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের ভিত্তিতে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও কার্যকর হবে।

13. আমরা এখন সি-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত দ্বিতীয় যুক্তিটির কথা উল্লেখ করছি, যে আবেদনকারী 2003 সালের আইনের 86 (1) (এফ) ধারার উপর নির্ভর করে 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে দায়ের করা দ্বিতীয় আবেদনে আপত্তি তুলতে পারবেন না, যখন তিনি 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে বা এর আগে প্রথম আবেদনে একই আপত্তি উত্থাপন করেন মধ্যস্থতাকারীরা এইভাবে নিযুক্ত হন। এটি লক্ষণীয় যে এই যুক্তিটি হাইকোর্টের একক বিচারক দ্বারা বিতর্কিত রায় এবং 30 নভেম্বর 2016 তারিখের আদেশে নিম্নলিখিত শর্তে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

" 9. এই আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কে শ্রী মনোজ দুবের উত্থাপিত মৌলিক আপত্তিটি মোকাবেলা না করা হলে আমি আমার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হব। যেহেতু আগের দফার মামলা **মোকদ্দমায় রক্ষণযোগ্যতার আপত্তি নেওয়া হয়নি, তাই বিষয়টি যদি মূল বিষয়ের দিকে যায় তবে এটি অন্য পক্ষকে এই ধরনের আপত্তি তুলতে বাধা দেবে না। এটি একটি সাধারণ আইন যে পক্ষগুলির সম্মতিতে এখতিয়ার গ্রহণ করা যায় না। যদি কোনও সংবিধি কোনও আবেদন/পিটিশন গ্রহণ করার এখতিয়ার প্রদান না করে, তবে কোনও কারণে পিটিশনটি গ্রহণ করা যাবে না।**

যাই হোক না কেন। সুতরাং, আমি এই মত পোষণ করতে আগ্রহী নই যে যেহেতু এফ-এর কারণে যে পূর্ববর্তী দফার মামলা মোকদ্দমা অর্থাৎ এসি নং 76/2011 পক্ষগুলি সালিসকারীদের নিয়োগের জন্য ঐকমত্যে পৌঁছেছিল, তাই এই আবেদনটিও রক্ষণযোগ্য। 2003 সালের আইনের 174 ধারা কার্যকর হওয়ার কারণে, 1996 সালের আইনের অধীনে বর্তমান আবেদনটি রক্ষণযোগ্য নয় কিনা তা পরীক্ষা করা আমি যথাযথ বলে মনে করি। " জি 14। অনুরূপ একটি বিষয় হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেডের (উপরে) এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল, যেখানে 2003 সালের আইনের 86 (1) (চ) ধারার অধীনে রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন পক্ষগুলির সম্মতিতে একজন সালিসকারী নিয়োগ করেছিল। পরবর্তীকালে, সালিস

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

1996 সালের আইনের 34 ধারার অধীনে একটি বাণিজ্যিক আদালতে একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক আদালতের সিদ্ধান্তকে 1996 সালের আইনের 37 ধারার অধীনে একটি আপিলের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশনের সালিসকারী নিয়োগের কোনও এখতিয়ার নেই কারণ ধারা 86 (1) (চ) কেবল লাইসেন্সধারী এবং উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বিরোধকে বোঝায়, এবং লাইসেন্সধারী এবং গ্রাহকদের মধ্যে নয়। যখন ব্যাপারটা এই আদালতে পৌঁছলে, যুক্তিটি ছিল যে 1996 সালের আইনের 37 ধারার অধীনে কোনও কার্যধারায় এখতিয়ারের আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না যখন পক্ষগুলি আগে সালিশ করতে সম্মত হয়েছিল। আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি রোহিনটন এফ নরিম্যান বলেন যে যদি এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত অভাব থাকে তবে আবেদনটি যে কোনও পর্যায়ে এবং জামানত সি কার্যধারাতেও নেওয়া যেতে পারে। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি তুলে ধরেছিলেন যে, বিষয়ের এখতিয়ার ছাড়াই আদালত কর্তৃক গৃহীত একটি ডিক্রি বাতিল এবং যখনই এবং যেখানেই এটি প্রয়োগ বা নির্ভর করার চেষ্টা করা হয় তার অবৈধতা স্থাপন করা যেতে পারে। এ ধরনের এখতিয়ারের ত্রুটি এমনকি পক্ষগুলির সম্মতিতেও নিরাময় করা যায় না। উপরোক্ত উক্তিটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

15. বিষয়টির উপরের দৃষ্টিতে, 1996 সালের আইনের 11 (6) ধারার অধীনে হাইকোর্টের একজন সালিসকারী নিয়োগের আদেশ হ অপ্রতিরোধ্য। তদনুসারে আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং 2015 সালের 1 নং এ. সি-তে 2016 সালের 30 নভেম্বর হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ খারিজ করে দিই। যাইহোক, এটি আইনে উপলব্ধ প্রতিকারগুলির আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে ই-উত্তরদাতার পথে আসবে না। তবে, আমরা আপিলকারীর যোগ্যতা বা আপত্তি সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি, যা অনুরোধ করা হলে উপযুক্ত ফোরাম দ্বারা বিবেচনা করা হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না।

16. মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো
গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।